Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: …mint.
ID: IDI_AMR104_HH_U_19July 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	52	Class-II	HDM	20000	3 Years-Male	65 Years-Male	Bangali	Total=05;Child-1, Husband-Wife (Res), Son & Daughter-in-law

প্রশ্নকর্তাঃ খালা আমরা একটু কথা বলি, আমরা এসেছি ঢাকা মহাখালি কলেরা হসপিটাল থেকে, আমার নাম .....। আমরা একটা গবেষণা কাজে আপনাদের এখানে এসেছি, আপনার বাড়ীতে কে কে আছে একটু বলেন তো। টঙ্গির বাসায় কে কে আছে বলেন তো।

উত্তরদাতাঃ এই জায়গায়?

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ এখানে আমার ছেলের বউ, ছেলে, আমি আর আমার স্বামী। চার জন। একটা নাতি।

প্রশ্নকর্তাঃ নাতির বয়স কত?

উত্তরদাতাঃ তিন বছর, এক মাস বাকি আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তিন বছর। এক মাস বাকি।

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ আর ওর দাদার বয়স?

উত্তরদাতাঃ ধরেন না ৬৫।

প্রশ্নকর্তাঃ ৬৫ না?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা। তো এখানে কি মাঝে মধ্যে কেউ এসে খায়? মাঝে মধ্যে কেউ কি এখানে বেড়াতে আসে?

উত্তরদাতাঃ আসে মাঝে মাঝে আসে, আবার আসেও না।

প্রশ্নকর্তাঃ কে আসে?

উত্তরদাতাঃ আমার খালা শ্বাশুড়ি, মেয়ে আসে,

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার মেয়েও আসে?

উত্তরদাতাঃ হুম, মেয়েও আসে, ঈদের দুই দিন পরে আসছিল আবার মঙ্গলবারে চলে যাবে।

প্রশ্নকর্তাঃ ও কোথায় থেকে আসে? বিয়ে কোথায় দিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ শরীয়তপুর।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার এখানে কি গরু ছাগল, হাঁস মুরগী এই রকম কিছু আছে?

উত্তরদাতাঃ না, এইগুলি পালি না, বাড়াটিয়া বাড়ীতে তো এইগুলো পালা যায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, আইচ্ছা।

উত্তরদাতাঃগ্রামে থাকতে এইগুলো পালতাম।

প্রশ্নকর্তাঃ তো, আপনাদের পরিবারের মাসিক আয় কত? একটু বলেন, কত টাকা ইনকাম হয়?

উত্তরদাতাঃ ইনকাম তো ধরেন ত্রিশ হাজার টাকার মত হয়। হইলে কি হইব আবার খরচা আছে না, ঘর ভাড়া সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা, সংসারের খরচা, বাবুর দুধ লাগে মাসে পাঁচ টা, এই পাঁচ ছয় হাজার টাকার মত থাকে, সব কিছু কেনা লাগে, পানির বিল, গ্যাস বিল, কারেন্ট বিল সব আমরা দেই,

প্রশ্নকর্তাঃ পানির বিল, গ্যাস বিল, কারেন্ট বিল এই গুলো বাসাতে থাকলে তো দিতেই হবে তাই না, আপা। এখন ধরেন আপনার পরিবারের কেউ যদি অসুস্থ্য হয়, যেমন এখানে একটা ছোট বাচ্চা আছে আবার ওর দাদা বয়স্ক উনিও আছেন, তো এরা যদি অসুস্থ্য হয় এদেরকে কোথায় নিবেন এই সিধান্ড়গুলো কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ আমিই আগে বলি, ওর দাদাকে বললে বলে যে তুমি নিয়া যাও, পরে আরকি আমি নিয়া যায়। ওষুধ পত্র জালে আমিই আনি ওর দাদার ওষুধ পর্যন্ড়আমিই আনি। একটা ট্যাবলেট ও আইনা খাইব না আমাকেই আইনা দিতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার পরিবারের কে কে ইনকাম করে?

উত্তরদাতাঃ দুই জনে করে।

প্রশ্নকর্তাঃ কে কে?

উত্তরদাতাঃ আমার স্বামী আর পোলা।

প্রশ্নকর্তাঃ কার কত?

উত্তরদাতাঃ আমার ছেলের নয় হাজার টাকার মতন আর স্বামীর বিশ হাজার টাকার মতন। তিন দিন ধইরা একটা ট্রিপ নিয়া গেছে এক হাজার টাকা পাইবে, তিন দিন পর আজ আসবে। এক দিন থাকক আর দুই দিন থাকুক পাবে এক হাজার টাকা টাই ধরলাম বিশ হাজার টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ মাসে কি বিশ দিনেই কাজ হয়?

উত্তরদাতাঃ হুম, বিশ হাজার হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আপনাদের ইনকাম কত?

উত্তরদাতাঃ বিশ হাজারের মতন। বিশ হাজার ধইরা রাখেন।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে ইনকাম কত বলব?

উত্তরদাতাঃ বিশ হাজার।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ঘরের ভিতর কি কি আছে একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ ঘরে ফ্রিজ আছে, শো কেস আছে, ওয়্যার ড্রব আছে, ড্রেসিং টেবিল আছে, দুইটা খাট আছে, আর হাঁি পাতিল এই গুলো তো আছেই। (হাসি)

প্রশ্নকর্তাঃ এই বাসায় আপনারা কত বছর ধরে আছেন?

উত্তরদাতাঃ এইখানে আজকে আট বছর ধরে আছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি ধরনের বাসা?

উত্তরদাতাঃ ভাড়া বাসা।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন আমরা একটু পরিবারের সকলের শরীর স্বাস্থ্যের কথা শুনব, কি অবস্থা সকলের? সবাই কেমন আছে?

উত্তরদাতাঃ এখন আমার মেয়ে খালি অসুস্থ্য হয়, আর সবাই ভাল। বেশি অসুখ বিশুখ হয় না আমদের। আর আমরা তো বেশি বাসি খাবার টাবার খায় না, টাটকা খায়, কম খাইলেও ভাল খায়, শাক সব্জি দিয়া ডেইলি খায়, আমাদের অসুখ বিশুখ কম হয়। অসুখ বিশুখ বেশি হয় না টাই বলতে পারতাম না। আমার পোলাটার কয় দিন আগে জন্ডিস হয়েছিল, এই ডাক্তারও দেখাইছি আবার কবিরাজি ওষুধও খাওয়াইছি, এখন ভাল হয়েছে, আজকে দশ দিন পরে তিন দিন ধরে অফিসে গেছে,

প্রশ্নকর্তাঃ তিন ধরে অফিসে গেছে?

উত্তরদাতাঃ হুম, দশ দিন পর। কিন্তু এমনে অসুখ বিশুখ খুব কমই হয় আমাদের। কিন্তু আমার মেয়ে টার খুব অসুখ থাকে কয় দিন পর পর অসুখ হয়। ওই নাকে ব্যাথা করে, গলায় ব্যাথা করে। তারপর ওই গিয়ে এক্সরে করে ওষুধ নিয়ে আসলাম, কানে কম শুনত, এক্সরে করাইয়া ওষুধ নিয়া আসছি এখন শুনে, এখন আবার ব্যাথা করে নাকের এই জায়গায়।

প্রশ্নকর্তাঃ মেয়ে কি আপনার সাথে থাকে?

উত্তরদাতাঃ না, মেয়ে বেড়াইতে আসছে, তাই ওষুধ করলাম। নাকের এই জায়গায় ব্যাথা করে, কালকে মেডিকেলে গেছিলাম বলে কি রবিবারে আসেন, রবিবারে বড় ডাক্তার আসবে, খালি নাকের সমস্যা এইটাই।ওষুধ লিখা দিলে বাহির থেকে কিনা খাওয়াইমু। তখন

ওর দাদারে ফোন দিলাম, বললাম যে মেয়ে নিয়া হাসপাতাল যাইতাছি, কয় যাও, আমি আজ আসতেছি। আইলে আবার ছয়টা বাজে বের হয়ে যাবে, গাড়িতে মাল থাকব, জায়গায় জায়গায় মাল দিয়া আসবে, এই চিটাগাং যায়গা, ইন্ডিয়া যায়গা, যশোর যায়গা, ফরিদপুর, তারপরে এই ইয়ে কত কত জায়গায় যায়গা, অনেক দূরে দূরে যায়গা, কক্স বাজার, চিটাগাং, সিলেট যায়গা,

.....০৫.৪৩ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনার মেয়ের যে চিকিৎসা করান, অকে বিয়ে দেয়েছেন না?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ বেড়াইতে আসলে ওদের চিকিৎসা করান আপনি?

উত্তরদাতাঃ আমি ওষুধ পত্র এনে খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন?

উত্তরদাতাঃ জামাই রিক্সা চালাইয়া খায়, খুব গরিব। চলতে পারে না তাই, জামাইর বাপ মা সবাইরে খাওয়াইতে হয়, মেয়ে অসুস্থ্য থাকে জামাইও কিছু দেয়, আমার এখানে আসলে ওষুধ পত্র আইনা দেই, মেয়েরে চিকিৎসা করাই, ভাল কইরা দেই, এখন আবার রবিবারে কইছে যাইতে, গেলে ডাক্তার কি লেইখ্যা দেয়, তই ওষুধ পত্র কিনা দিমু, মঙ্গল বারে যাইব গা আবার, শনি আঁকড়া থাকব,

প্রশ্নকর্তাঃ মেয়েকে বেশীরভাগ সময় আপনার এখানে থাকে?

উত্তরদাতাঃ না, এখানে আসলে এক সাপ্তাহ থাকে আবার যায়গা, এইবারকা একটু বেশি দিন আছে। অসুখ যে তাই।

প্রশ্নকর্তাঃ কত দিন পর পর আসে?

উত্তরদাতাঃ আগে তো বছর পরে আইত। এখন অসুস্থ্য দেইখ্যা রোজার আগে আইছে, আবার এখন আইছে,

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে অসুস্থ্য হইলেই কি মেয়ে আপনার কাছে চলে আসে,

উত্তরদাতাঃ হুম, জামাই তো অনেক কিছু বুঝে না, সে কিছুই করতে পারে না, আমি সব কিছু বুঝি, চেষ্টা করি। আর একটা মেয়ে না কিছু হইলে জামাই ভয় পায়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে পরিবারে কেউ যদি অসুস্থ্য হয় তখন তার দেখাশুনা কে করে?

উত্তরদাতাঃ আমিই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ আমিই করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনিই করেন?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ এই মুহূর্তে আপনার ঘরের কারো কি ডাইরিয়া, সর্দি, কাশি, ঠান্ডা জ্বর এই রকম কেউ আছে?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ দৈনন্দিন আপনি তো অনেক কাজ করেন, আমি যখন এখানে আসলাম তখনও দেখতে ছিলাম আপনি কাজ করতে ছিলেন, এই রকম কাজ কর্ম করতে গিয়ে হটাত করে কেউ কি অসুস্থ্য হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ আমার পরিবারে কয় দিন আগে আমার বউয়ের জন্ডিস হয়েছিল। আর আমার খালি একটু মাথা ঘোরায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কি হয় বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ আমার খালি মাথা ঘোরায়। আমার আর কোন সমস্যা নাই। মাথাটা ঘোরায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কখন ঘুরায়?

উত্তরদাতাঃ এই দুই তিন ঘণ্টা থাকে আবার ঠিক হয়ে যায়, মাথা ঘুরায়, চোখ জানি কেমন কেমন করে, প্রতিদিনই ঘুরায়, কাজ কাম করতে লাগলেও ঘুরায় আবার একটু জিরাইয়া আবার করি।

প্রশ্নকর্তাঃ এক জন মা হিসেবে তো সংসারের অনেক কাজ কাম করতে হয়, কাটাকাটি, তালাবাসন ধোয়া, তো এইটা কখন বেশি হয়?

উত্তরদাতাঃ মাঝে মাঝেই মাথা ঘোরায়। সারা দিন থাকে আবার মাঝে মাঝে একে বাড়ে ভালই থাকি। থাকেই না, মাথা ঘোরানো থাকেই না।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কখন হয়?

উত্তরদাতাঃ প্রতিদিনই মাথা ঘোরায়।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন আপনি কি করেন?

উত্তরদাতাঃ এই এমনে শুয়ে থাকি, চা টা খায়, পরে একটু কমে পরে আবার ভাল হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটার জন্যে কি কখনও ডাক্তার দেখাইছেন?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ কি বলেছে?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার দেখাইছি, এক্সরে করাইছি হাসপাতাল- ১এ । এক্সরে করার পর বলছে মাথার রগের উপর রগ উঠে গেছে। পরে একটা হুঙ্গার (গন্ধ শুকান) ওষুধ দিয়েছে, গরম পানি দিয়ে গ্লাসের মধ্যে শ্বাস নিতে হয় পরে এইটা শুখিয়ে আমি আরও অসুস্থ্য হয়ে গেছিলাম। পরে আমি তাড়াতাড়ি ওইটা ফালাইয়া দিছি। ফালাইয়া দিয়া আমি আবার গেলাম, গিয়ে বলেছি আপনি তো আমাকে মারার অবস্থা করেছেন, এইটা যদি আমি আর দুই দিন ব্যাবহার করতাম তাহলে তো আমি মারাই যাইতাম। এটা যার ঠান্ডা লাগে তার ওষুধ। আর আপনি তো আমাকে এইটা আগেই দিয়া দিয়েছেন। এইটা ফালাইয়া দেওয়ার পরে আর ডাক্তার থেকে কোন ওষুধ পাত্রই খায় না। মেডিকেলে গেছিলাম, গেলে ট্যাবলেট টুবলেট দিছে খাওয়ার পরে ভালই ছিলাম এখন আবার মাথা ব্যাথা করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আবেদা থেকে যে ওষুধ দিয়েছে এটা কবেকার কথা?

উত্তরদাতাঃ এইটা এক বছর আগের কথা। এখন আর কিছু করি না। আমার ভাই একটা ডাক্তার, ময়মনসিং মেডিকেলের চর্ম রোগের বড় ডাক্তার। আমি কিন্তু এমনেই ওষুধ পত্র বুঝি, কোনটা কি হইব, সহজে তো ওষুধ প্ত্র খায় না, আমার ভাই ডাক্তার না তাই আমি আগে থেকেই জানতাম। যে এই রকম করলে এই রকম এই রকম হইবে। তাই অসুখ বিশুখ খুব কম হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হাসপাতাল-১ এ যে গেলেন, ওরা আপনাকে কত দিনের জন্যে ওষুধ দিয়েছে,

উত্তরদাতাঃ দিয়ে বলেছে এইটা এক সাপ্তাহ ব্যবহার করবেন, আর ট্যাবলেট টুবেণ্ডট লেইখ্যা দিছে, কাঁচের বোতলে সাদা ওষুধ ওইটা। এক সাপ্তাহ ব্যবহার করি নাই ওইটা দুই দিন পরে ফেলে দিয়েছি।

.....১০.১৮ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ এই অসুখের কি কোন নাম বলেছে ?

উত্তরদাতাঃ কি জানি বলল। ভুলে গেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এই রকম কেউ যদি অসুস্থ্য হয় তখন আপনারা কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ আমরা?

প্রশ্নকর্তাঃ জী

উত্তরদাতাঃ আমরা ওই খানে একটা ডাক্তারখানা আছে গোপাল পুর যাইতে, (কাউকে ডাক্তারের নাম জিজ্ঞেস করছে)। হের নাম ডা: ২৩, হের থেকে ওষুধ আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ এর কাছে যে যাবেন এই সিদ্ধান্ড়টা কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ আমিই, আমিই নিয়ে যায়, ভাল ডাক্তার হের থেকে শুনি, সে বলছে আমার মেয়েরে ওই জায়গায় নিয়ে যেতে, আমি নিয়ে গেছি। সেই বলছে ডাক্তার খুব ভাল, কানে যাতে কম শুনে , কানের ছিদ্র বড় হয়ে গেছে, তাহলে তার কাছে নিয়ে যান, নিয়ে গেলে হে ভাল করে দেখে ওষুধ পাত্রি দিব, হের নামও ,হেই ডাক্তারের নাম ও ডা: ২৩, একই। পরে নিয়ে গেলাম ৫০০শ টাকা ভিজিট ডাক্তারের । আবার ডাক্তার যে রিপোর্ট দেখব হের জন্যে আবার ২০০শ টাকা লাগব।

প্রশ্নকর্তাঃ এই ডাক্তার কোথায় বসে?

উত্তরদাতাঃ এইটা আমাদের এখানে চেম্বার আছে ভিতরে, ওখানে বসে। ছয়টা বাজে বসে। পরে বইলে ডাক্তার দেইখ্যা দেয়। আবার রিপোর্ট দেখাইতে ২০০শ টাকা দিতে হয় এখন যদি খালি ডাক্তার দেখাইতেই ৭০০ টাকা দিয়ে দেই, তাহলে আমি রোগীর ওষুধ নিব কিভাবে? দশ দিনের ওষুধ এক হাজার টাকা, এইটা আমার মেয়ের জন্যে আনছি, তাহলে আমি ডাক্তাররে যদি সাতশ টাকা দেই আর দশ দিনের ওষুধ এক হাজার টাকা আমি কি দিয়া আনি? কন গরিব মানুষ এটা তো ডেইলি টাকা ইনকাম না মাস শেষে বেতন দিব তারপরে টাকা হবে। তার উপর বাড়ি ভাড়া, খাওন সব মিলাইয়ে সংসারে কম লাগে না, এখন দেখি রবিবারে দেখি ডাক্তারে কি লিখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ খালা আমি একটা জিনিস বুঝার চেষ্টা করি, ওই আবেদাতে তো বড় ডাক্তার বসে?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ঘরে প্রথম যদি কারো কন অসুস্থ্যতা দেখায় দেয় তাহলে প্রথম আপনারা কার কাছে যান বললেন?

উত্তরদাতাঃ ডা:২৩ এ কাছে। (আনকোয়ালিফাইড)

প্রশ্নকর্তাঃ ডা:২৩ এর কাছে কেন যান?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার খুব ভাল, আবার বুঝে অনেক কিছু। হের যে কোন ওষুধেই কাজ করে।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল বলতে সে কি ধরণের ডাক্তার? কিসে বসে? কি করে?

উত্তরদাতাঃ এখানে চেম্বার আছে, বসে। আবার ওখানে কর্মচারী আছে, হে ডাক্তার হের থেকে ওষুধ আনি আমরা। নাতিন কে দেখিয়ে, এইযে এর সব ওষুধ পাত্রি হের থেকে আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ কার থেকে আনেন?

উত্তরদাতাঃ ডা: ২৩ কাছ থেকে?

প্রশ্নকর্তাঃ এই দোকান টা কি রকম? সে কি ডাক্তার নাকি?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার। এম বি বি এস ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তাঃ সে এম বি বি এস ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ হুম।

প্রশ্নকর্তাঃ পাশ করা?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ এই জন্যে কি সে আপনার নাতনি কে দেখে এর জন্যে কি ভিজিট নেয় নাকি?

উত্তরদাতাঃ না, হে কোন ভিজিট নিত না, হে এমনে দেইখ্যা তেইখ্যা দেয় কিন্তু কোন ভিজিট নেয় না, হের থেকে এক বার ওষুধ আনলে আর কিন্তু দ্বিতীয় বার যাইতে হয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ টা কিভাবে দেয়?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ টা লেইখ্যা দিয়া দেয়, সিরাপ দেয়, ও তো ট্যাবলেট খাইতে পারবে না ওরে সিরাপ দিয়া দেয়, ঠা"া কি আমাশয় লাগলে ওরে সিরাপ দেয়, ধরেন নাপা একটা সিরাপ দেয় জ্বর আইলে, ঠান্ডা লাগলে আমাশয় হইলে তারা তো ওষুধ দিব, কাশি হইলে আলাদা ওষুধ দেয়, আর এমনিতেই ওষুধ খুব কম লাগে,

প্রশ্নকর্তাঃ যখন যান, আপনার সাথে কি ওরে নিয়া যান?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, ওরে সাথে নিয়া যায়। হেরে ছাড়া ওষুধ দিত না, ডাক্তার হেরে দেখব, দেইখ্যা তার পর ওষুধ দিব,

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ টা যে দেয় ডাক্তার কিভাবে দেয়?

উত্তরদাতাঃ কাগজে লিখে আবার মুখে মুখেও বলে দেয়, বলে এইটা এইটা লাগবে। স্লিপ দিয়া দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ যেখানে লিখে এইটার নাম কি? এইতাকে কি বলে?

উত্তরদাতাঃ (হাসি) প্রেসক্রিপশন না কি কয়? প্রেসক্রিপশন।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এই প্রেসক্রিপশনের ভিতর লিখে দেয় নাকি মুখে মুখে দিয়া দেয়?

উত্তরদাতাঃ না, এইটার ভিতর লিখে দেয়। জানে তো ঠান্ডা থেকে হয়েছে এত কিছু লিখতে হয় না। এত টাকা দাম আছে এইটা তো লিখে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এর কাছে যান কেন? অন্য কারো কাছে যান না কেন?

উত্তরদাতাঃ এর কাছে ভাল, আমাদের বাড়ির সবাই এখান থেকে ওষুধ এনে খায়।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল বলতে কি ভাল?

উত্তরদাতাঃ ভাল বলতে ডাক্তার অসুখ বুঝে, ভাল এইটা, যে ডাক্তার বুঝে রোগ টা এইটা। বেশি বুঝে। হে ঠিক মতন ওষুধ খাইলে কাজ হইব, ওষুধ টা ভাল দেয়। এই কারণে ।

.....১৫.০৪ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে সে রোগ টা বুঝে,

উত্তরদাতাঃ হুম, জিনিসটা কোনটা দিয়া কাম হইব সে সেইটা বুঝে। ঠিক মত ওষুধ টা দেয় যে এইটা কাম হইব। এর জন্যে এক বার খাইলে আর যাওন লাগে না। ভালভাবে ওষুধ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তিনি প্রেসক্রিপশনে কি লিখেন?

উত্তরদাতাঃ যেটি লাগবে সেটিই লিখে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে লিখে আর মধ্যে থেকে কয়টা ওষুধ আনবেন না আনবেন এই রকম কোন পরামর্শ কি কারো সাথে করেন? কিভাবে করেন?

উত্তরদাতাঃ যায় ডাক্তারের কাছে, মানুষজন থেকে শুনি অমুক ডাক্তার ভাল, এর দোকান থেকে যে কোন একটা ওষুধ এনে খাইলে কমে যায়। বেশি লাগে না। ২০টাকার ওষুধ এনে একটা খাইলে ঠান্ডা কমে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে ডা:২৩ ডাক্তার যেটি লিখে দিয়েছে, এর মধ্যে কোনটা লাগবে কোনটা লাগবে না এই সিধান্ড় নেয়ার জন্যে কি কারো সাথে কোন পরামর্শ করেন?

উত্তরদাতাঃ কারো কাছে পরামর্শ করি না, ডাক্তারের কাছে সব আছে ডাক্তারেই সব লিখে দেয়। আর অন্য কিছু লাগে না, না থাকলে কয় বিকালে এসে নিয়ে যাইয়েন আমি একটু পরে আইনা রাখব।

প্রশ্নকর্তাঃ তার কাছে কি সব ওষুধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, সব পাওয়া যায়। যদি না থাকে বলে একটু পরে আইসেন আমি আইনা রাখতাছি।

প্রশ্নকর্তাঃ তারমানে একটা দোকান সেখানে ডাক্তারও বসে ওষুধ ও পাওয়া যায়।

উত্তরদাতাঃ হু, সব কিছু। হের আবার পিছনে রোগী দেখে সামনে আবার কর্মচারী আছে। খুব ভাল, আপনি গিয়ে দেখতে পারেন।

প্রশ্নকর্তাঃ তো সে ভিজিট নেয় না কেন?

উত্তরদাতাঃ সে ভিজিট নিব না সে গরিবের জন্য খুবই একটা ইয়ে।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কি গরিবের জন্যে দেইখ্যা ভিজিট নেয় না নাকি?

উত্তরদাতাঃ হে, সব সময় ভিজিট ই নেয় না, এমনিতে দেখে কিন্তু ভিজিট নেয় না। কেন নেয় না এইটা আমি বলতে পারলাম না। (হাসি)

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি যখন আবেদাতে নিচ্ছেন তখন ৫০০শ আরও দুইশ মিলিয়ে সাতশ টাকা লাগছে কিন্তু উনি কোন টাকা নিচ্ছে না কেন?

উত্তরদাতাঃ এই ডাক্তারই তো সেই ডাক্তারের কাছে পাঠায়ছে, বলেছে খালা আমার কাছে সব ওষুধ আছে হে তো নাক কানের ডাক্তার (আবেদা) তার কাছে তো যাইতেই হবে। হে যেটা লিখে দিছে এর কাছ থেকে সেইটা এনেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ সব ওষুধই কি পাওয়া যায়?

উত্তরদাতাঃ হুম, পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কি কি ওষুধ পাওয়া যায়।

উত্তরদাতাঃ সবই পাওয়া যায়, যেটি ডাক্তার লিখেছে সবই হের দোকানে পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এমনি কি কি ওষুধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতাঃ সবই। সব ধরণের।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা কিসের জন্যে কিসের জন্যে যান?

উত্তরদাতাঃ মাথা ব্যাথা, জ্বর থাকলে, কাশি থাকলে, ঠান্ডা থাকলে যায়। আমাশয় হইলে, পাতলা বান হইলে সেগুলোর জন্যে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ পাতলা বান কোনটা আপা?

উত্তরদাতাঃ পাতলা পায়খানা হয় না? (হাসি)

প্রশ্নকর্তাঃ কি বলেন?

উত্তরদাতাঃ ডায়রিয়া বলে না, অনেকে ডায়রিয়া বলে, কেউ বলে পাতলা পায়খানা

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু আপনারা কি বলেন পাতলা বান?

উত্তরদাতাঃ (হেসে) পাতলা পায়খানা বলি।

প্রশ্নকর্তাঃ সর্বশেষ কাকে নিয়েগেছে এই ডা:২৩ এর কাছে?

উত্তরদাতাঃ সবাই, আমার বউরের লাইগা, আমার ছেলের লাইগা, আমার স্বামী, আমার নাতিনের জন্যেও আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ সবার জন্যে আনেন কিন্তু একেবারে শেষ বার সর্বশেষ কার জন্যে এনেছেন?

উত্তরদাতাঃ হুম?

প্রশ্নকর্তাঃ সবার পরে কারে নিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ (কাউকে দেখিয়ে এইটারে)

প্রশ্নকর্তাঃ কত দিন আগে?

উত্তরদাতাঃ এইতো বেশি দিন হবে না, পনর দিন হইব না?

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে সর্বশেষ আনছেন আপনার মেয়ের জন্যে?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ আমার স্বামীর জন্যেও ওষুধ এনেছি, এক একটা ওষুধ ত্রিশ টাকা দামের। কি বলে এইটা নাকি ভাইরাস নাকি কি জ্বরের, শরীর ব্যাথা জ্বর।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কবে আনছেন? কয়দিন আগে?

উত্তরদাতাঃপ্রায় পনের বিশ দিন হয়েছে আনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা আগে আনছেন না মেয়েরটা আগে আনছেন?

উত্তরদাতাঃ না, মেয়েরটা পরের।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে তো সর্বশেষ.....

উত্তরদাতাঃ মেয়েরটা সর্বশেষ।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐযে ত্রিশ টাকা বলেছেন ওইটা কি ওষুধ?

উত্তরদাতাঃ একেকটা ত্রিশ টাকা দামের, আমার ঘরে এখনও আছে, আমার ছেলেকেও খাওয়াইছি, পরে কমে না তারজন্যে জন্ডিসের ঝাঁড় ঝারাইছি, পরে তে ডাব পড়া এই পড়া ওই পড়া খাওয়াইলাম তারপর কমেছে,

প্রশ্নকর্তাঃ ঘরে আছে এইটা কিসের জন্যে রাখছেন?

উত্তরদাতাঃ ঐযে মাথা ব্যাথার জন্যে। গ্যাস্টিকের, মাথা ব্যাথার এইগুলো ঘরে রাখা লাগে, কিন্তু আবার দেখে নিতে হয় এইটার আবার ডেট আছে নাকি নাই। ডাক্তারকে দেখাইয়া বলি যে দেখেন তো এইটার ডেইট আছে নাকি, ডাক্তার বলে এইটা আরও এক বছর খাওয়ান যাবে।

প্রশ্নকর্তাঃ ঘরে ওষুধ কেন রয়ে গেছে?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ খাওয়াইছি তো, জন্ডিস যখন হয়েছে তখন ডাব পড়া খাওয়াইছি তখন ডাক্তার বলল কবিরাজি ওষুধ যেহেতু খাওয়াচ্ছেন এইটা এখন খাওয়াইয়েন না। ডাব পড়া খাওয়ানোর পরে ভাল হয়ে গেছে ।দুই তিন বার গোসল করাই, এখন আর এইটা নাই। জন্ডিস ভাল হয়ে গেছে। জ্বরের জন্যে ওষুধ দিয়েছিল কিন্তু খাওয়াই নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে ওষুধ আনছেন কেন?

উত্তরদাতাঃ ওই যে খাওয়াইয়া বাড়ছে তাই আর খাওয়াই নাই। জন্ডিস হয়েছে জ্বরের ওষুধ খাওয়াইয়া তো কাম হইব না। আরও চোখ হলুদ হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ যে ওষুধ টা রয়ে গেছে ওইটা কি করবেন পরে?

উত্তরদাতাঃ ফালাইয়া দিমু কি করব আর। এইটার আর কোন কাম নাই, এইটা খাওয়াইয়া কোন কাজ হইব না।

প্রশ্নকর্তাঃ আর একটা কথা যে বললেন ঘরে ওষুধ রেখে দেই.....?

উত্তরদাতাঃ রাখি গ্যাস্টিকের, জ্বরের কিংবা মাথা ব্যাথার। এইটি তো যে কোন দোকানে পাওয়া যায়, ফার্মেসী দোকান তো রাত বারটা বেজে গেলে বন্ধ হয়ে যায়, তো পাশের দোকান আছে যে ডাক্তারের কাছ থেকে এনে রাখে মাথা ব্যাথার ট্যাবলেট নাপা এক্সট্রা।

প্রশ্নকর্তাঃ ত্রিশ টাকা দামের যে ট্যাবলেট টা আনেন ওইটার নাম কি?

উত্তরদাতাঃ কি জানি নাম, এত তো পড়া লিখা জানি না, বলতে পাড়ি না।

প্রশ্নকর্তাঃ ওইটারে কি বলে?

উত্তরদাতাঃ কী, ভাইরাস জ্বরের নাকি বলে। ট্যাবলেট দিয়েছে,

প্রশ্নকর্তাঃ এখন একটু শুনব, এন্টিবায়োটিকের নাম শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ কি এইটা?

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক এইটা ডাক্তার দিয়েছে বলেছে এইটা ভাইরাস জ্বর এর জন্যে খাইতে হবে। পরে ডাক্তার ট্যাবলেট দিয়েছে আমি একটা খাওয়াইছি আর একটা ঘরে রয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই ত্রিশ টাকার ওষুধ টা কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতাঃ হুম, এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, এইটা কয়টা আনছিলেন?

উত্তরদাতাঃ দুইটা আনছিলাম।আজকে একটা কালকে একটা খাওয়ার জন্যে। ডাক্তার বলেছে এইটা এক সাপ্তাহ খাইতে হবে, একটা খাওয়ানোর পর জ্বর আরও বেশি উঠেছে,

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ পরে আমি নাপা এক্সট্রা কয়টা খাওয়াইছিলাম, খাওয়ানোর পরে জ্বর কমে না,

প্রশ্নকর্তাঃ ওই যে সাত দিনের কথা বলেছে এইটা কে বলেছে?

উত্তরদাতাঃ এইটা ডাক্তারের বলেছিল। সাত টা খাইতে হইব, নাপা এক্সট্রা খাওয়াইছি জ্বর ভাল হয়ে যায়গা আবার রাতের বেলা উঠে, তখন ডাক্তারের কাছে না গিয়ে গিয়েছি কবিরাজের কাছে,

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এন্টিবায়োটিক টা কি?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার বলছিল এক সাপ্তাহ খাইতে হইব এইটা ভাইরস জ্বরের জন্যে। এন্টিবায়োটিক খাইলে জ্বর কমে যাবে, খাওয়াইলাম কমে না, সাত দিনের জন্যে দিয়েছিল, দুইটা আনছিলাম, দেখলাম জ্বর কমে না, জ্বর বাড়েই।

প্রশ্নকর্তাঃ দুইটা কেন আনছিলেন?

উত্তরদাতাঃ দুইটা আনছিলাম, রাতে আবার আনমু তাই। একটা করে তো রাতের বেলা তাই দুইটা নিলাম, পরে আবার নিব, টাকা কম না,

প্রশ্নকর্তাঃ টাকা কম?

উত্তরদাতাঃ হুম, টাকা কম তাই দুইটা আনছিলাম, পরে আবার নিমু,

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কি মনে করেন না তাকে পুরো সাতটা খাওয়ানো দরকার ছিল?

উত্তরদাতাঃ সাত টা খাওয়ানোর ছিল কিন্তু এর তো জন্ডিস হয়েছে, ডাক্তারের ওষুধে তো আর কমবে না,

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে তাকে এন্টিবায়োটিক ওষুধটা কেন দিয়েছে?

উত্তরদাতাঃ দিয়েছে, ডাক্তারের কাছে ছেলেকে নিয়ে যায় নাই, আমি একা গিয়েছিলাম,

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাকে ডাক্তার কি বলেছিল?

উত্তরদাতাঃ বলেছিল আপনার ছেলেকে নিয়ে আসেন। তাকে দেখে ওষুধ দিলে ভাল হইব। তো আবার অন্য দোকানে গিয়েছিলাম, ওরা বলেছে এই ওষুধ সাত দিন খাইতে হবে, আমি তাকে বলেছিলাম আমার ছেলের আছরের সময় জ্বর আসে সারা রাত থাকে আবার সকালে কমে যায়, তখন ডাক্তার বলেছে এইটা ভাইরাস জ্বর, এন্টিবায়োটিক খাইতে হবে, তারপর ওষুধ দিয়েছে, আমি বলেছি টাকা বেশি লাগব? তখন আমাকে দুইটা ওষুধ দিয়েছে,

.....২৫.৩২মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ সে কি প্রেসক্রিপশন করে ওষুধ দিয়েছে?

উত্তরদাতাঃ না, এমনে দিয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা কিভাবে বুঝলেন যে তার জন্ডিস হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ খাইতে পারে না, খালি জ্বর থাকে, মাথা ভার হয়ে থাকে, তারপর জন্ডিস এর জন্যে ডাব পড়া,

প্রশ্নকর্তাঃ এই ডাব পড়াটা কোথায় থেকে এনেছেন?

উত্তরদাতাঃ কামার পাড়া থেকে এনেছে, আর আমি মুছি থেকে ওষুধ এনেছি, এই রকম গুলিণ্ড বানাইয়ে দেয়, এক বোতল তিনশ টাকা নিয়েছে, বউ যেটা এনেছে সেটা দেড়শ টাকা নিয়েছে, আলণ্ডাহর রহমতে এখন সুস্থ্য হয়েছে, এখন আর জ্বর টর নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ জন্ডিসের জন্যে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে কবিরাজের কাছে যান কেন?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের ওষুধ হল ডাক্তারী ওষুধ আর কবিরাজি ওষুধ হল কবিরাজি, বলছে কি ডাক্তারী ওষুধ খাওয়াইলে কবিরাজি ওষুধ খাওয়ানো যাইবে না,

প্রশ্নকর্তাঃ কে বলেছে এইটা?

উত্তরদাতাঃ কবিরাজ বলেছে, কই এইটা খাওয়াইলে আবার উল্টা পাল্টা হইতে পারে, তাহলে আপনি এইটা খাওয়াইতে চাইলে এইটাই খাওয়ান। পরে এইটা খাওয়ানোর পরে আমার ছেলে সুস্থ্য হয়েছে আলণ্ঢাহ রহমতে, ডাক্তারের কাছে গেলে জন্ডিস ধরা পরে, তারা করব রক্ত পরীক্ষা, প্রসাব পরীক্ষা, এইটা পরীক্ষা করলে তারা বুঝেতে পারে যে হ্যাঁ জন্ডিস হয়েছে। ডাক্তার তো আগেই বলতে পারবে না যে জন্ডিস হয়েছে, তারা রক্ত, প্রসাব পরীক্ষা করে তারপর জন্ডিসের ওষুধ দেয়। আমরা তো টাকার কারণে করি না, আমরা গিয়ে দোকান থেকে গিয়ে নাপা এক্সট্রা নিয়ে আসি, মাথা ব্যাথা,জ্বরের ট্যাবলেট নিয়া আসি। কমে যায় পরে আবার দেখা দেয়, এই কারণে জ্বর হইলে হেলাফেরা করতে নাই, তাড়াতাড়ি করে ওষুধ এনে খাইতে হয়, মাথা পানি দিতে হয়, শরীর মুচাইতে হয়, গোসল করাইতে হয়, এখন ডাক্তারে কিন্তু বলে গোসল করাবেন না, কিন্তু গোসল করাইতে হয়। আমার পোলা পাইনের জ্বর হইলে আমি গোসল করাই, গোসল মিস নাই, এই বৃষ্টির পানি, বরপ পানি, হিলের পানি দিয়া গোসল করাই,

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কেন করেন?

উত্তরদাতাঃ করি কারণ ভাল হয়। কোন জ্বর হইব না, ছোট থাকতে বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হইব না। মানুষ জ্বর হইলে কাঁথা মুড়াইয়া শুইয়া থাকে, এটি ঘামাইয়া শরীরের ভিতর আরও ক্ষতি হয়, এর জন্যে জ্বর হইলে শরীর মুইচা দিতে হয়, শরীর উদাম রাখতে হয়। মাথায় পানি দিতে হয়, পায়ের তালু মুছে দিতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ছেলেকে কখন সিধান্ড় নিলেন যে কবিরাজের কাছে নিবেন?

উত্তরদাতাঃ আমি তাকে নাপা এক্সট্রা খাওয়াইছি, শরীর ব্যথার খাওয়াইছি, কমে না, তারপর ডাক্তারের কাছ থেকে আনছি দুইটা ট্যাবলেট একেক একটা ত্রিশ টাকা দামের ট্যাবলেট, এর মধ্যে আরও দুইটা ট্যাবলেট দিছে, নাপা এক্সট্রা দিয়েছে, গ্যাস্টিকের একটা দিয়েছে, পরে দেখি যে চোখ টোক হলুদ হয়ে আছে, এরপর কবিরাজের কাছে গিয়েছি,

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে বুঝলেন যে জন্ডিস হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ আমি নিজে নিজে বুঝেছি। কীজন্যে আমার একটা ছেলে জন্ডিসে মারা গেছে, তখন বুঝতে পাড়ি নাই, ছোট ছেলে টা মারা গেল তাই জন্ডিস হইলে আমার ভয় লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তরদাতাঃ ব্যবহার করা হয়, ভিতরে জ্বর থাকলে, জ্বর না কমলে, দেখা গেল তিন দিন চার দিনে জ্বর কমে না, পরে ওই এন্টিবায়োটিক খাইতে হয়, তারপর লগে আরও ওষুধ দিয়ে দেয়, কিন্তু ওষুধ টা সাত দিন ঠিকমত খাইতে হবে যদি জ্বর না কমে, আর যদি শরীর ব্যথা থাকে তাহলে ব্যাথার ওষুধ ঠিকমতন ই খাইতে হবে। এইযে আমরা ওষুধ আনি যে আমাদের বাবুর জন্যে আমরা পুরোটাই খাওয়াই। জ্বর কমে গেলে যে আর খাওয়াবে না এইটা উচিত না, এইটা পুরায় খাওয়াতে বলে ডাক্তাররা, জ্বর হইলে, ঠান্ডা লাগলে দেখা যায় দুই চামচ খাওয়াইয়া কইমা গেছে আর খাওয়াই না ফালাইয়া দেয় এইটা কিন্তু ফালাইতে নাই পুরো ওষুধই খাওয়াইতে হয়।

.....৩০.১০মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতাঃ বাবুদের জ্বরের কথা বলি।

প্রশ্নকর্তাঃ ওদের কি দেয়?

উত্তরদাতাঃ সিরাপ দেয়। জ্বরের জন্যে নাপা দেয়, আর কাশির জন্যে অন্য ওষুধ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ওইটা কি ধরনের ওষুধ?

উত্তরদাতাঃ লাল লাল।

প্রশ্নকর্তাঃ ওদের জন্যে কি এন্টিবায়োটিক ওষুধ দেয়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, দেয়। ওইটা পানিতে গুলাইতে হয়। এক বেলা কইরা, রাতের বেলা।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় দিন খাওইয়াতে হয়?

উত্তরদাতাঃ বলছে তিন দিন খাওয়াতে। তিন দিনের মধ্যে শেষ হবে, এইটা ছোট বোতল।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি একটা কথা বলেছিলেন যে ওইটা খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না, কারণ কি?

উত্তরদাতাঃ অনেকের তো জ্বর কমে যায়, তখন ফালাইয়া দেয়। কিন্তু ফালান যাবে না। এইটা পুরটা খাওয়াইয়া শেষ করতে হবে। ডাক্তারের বলে অসুখ কমে গেলেও এইটা খাওইয়া শেষ করতে হবে। আমরা ফালাই না, পুরাটাই শেষ করি।

প্রশ্নকর্তাঃ যদি পুরাটা শেষ না করি তাহলে কি হবে?

উত্তরদাতাঃ তারপর আবার কয় দিন পরে আবার উঠব।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটাকে কি বলে জানেন?

উত্তরদাতাঃ কি বলে? জানি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা কি পুরো কোর্সটা খাওয়ান?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ কখনও কি এই রকম হয়েছে যে অর্ধেক খাওয়াইছেন বাকিটা আর খাওয়ান নাই?

উত্তরদাতাঃ একবার কা খালি খাওয়াইছিলাম অর্ধেক। কমে গিয়েছিল, পায়খানা হয়েছে কমে গেছে বাকিটা ফালাইয়া দিসি। ভাল হয়ে গিয়েছিল আর খাওয়াই নি।

প্রশ্নকর্তাঃ পরে খাওয়াবেন এইটা মনে করে কি কোন ওষুধ রেখে দেন?

উত্তরদাতাঃ না, পরে খাওয়ালে তো কাজ হইব না এইটা। এইটার টাইম আছে না। ওষুধটা খুললে এইটার একটা টাইম আছে চার পাঁচ দিন পরে আবার খাওয়াইলে কাম হইব না।

প্রশ্নকর্তাঃ ওইটা খাওয়াইলে কি হবে?

উত্তরদাতাঃ কোন কাজ হবে না আবার অন্য কিছু হইতে পারে। এইটা অ্যাকশন করতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক শরীরের ভিতরে কিভাবে কাজ করে এইটা জানেন?

উত্তরদাতাঃ এইটা ভিতরে আস্তে আস্তে কাজ করে, এটা শরীরের ভিতরে আস্তে আস্তে কাজ করে ভাল হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এই এন্টিবায়োটিক গুলো আপনারা কোথায় পান?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের দোকান থেকে আনি, ডাক্তারের পরামর্শ করে ওষুধ দেয়,

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কেনার সময় কি কোন প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতাঃ হেরাই তো দেয়, ডাক্তারের কাছে বলি হেরা প্রেসক্রিপশন লিখা দেয়, বলে যে এইটা এইটা খাওয়াতে হবে। ডাক্তারের দোকানে গেলে ডাক্তারই দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার গিয়ে কি এন্টিবায়োটিকের নাম বলেন? কি ভাবে বলেন?

উত্তরদাতাঃ না, ডাক্তারই বলে এইটা এইটা খাওয়াইতে হবে। হেরা নিজেরাই বলে যে এইটা ভাইরাস জ্বর হইছে এইটা এন্টিবায়োটিক খাইতে হবে। না হলে কমবে না, সাত দিন খাইতে হবে। ডাক্তার বলে আমি বলি এখন টাকা কম আছে এক দিনের দেন, পরে আবার পয়সা হইলে কালকের টা কালকে নিয়া যামু। কালকে আবার টাকা দিয়া নিয়া যামু।

প্রশ্নকর্তাঃ ও কি ওই এক দিনেরটা দেয় নাকি সাত দিনের টা দেয়?

উত্তরদাতাঃ এক দিনের টা দেয় বলে কালকে নিয়া যাবেন কিন্তু। না খাইলে আবার কাজ হইবে না। পরে আবার দুই দিনের টা নিয়া যায়। পরে দুইদিনের টা খাইয়া আবার নিয়া আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি যে এই এন্টিবায়োটিক খান এর মধ্যে আপনার কি কোনটা বিশেষ পছন্দ আছে?

উত্তরদাতাঃ না, এই রকম নাই। আমি ডাক্তারের কাছে যায়, যাইয়া বলি আমার মাথা ব্যাথা করতেছে, ট্যাবলেট দেন, ওই নাপা এক্সট্রা দেয়, গ্যাস্টিকের ট্যাবলেট দেয়, ওইটায় খায়।

.....৩৫.০৫মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি গিয়ে কি কোন এন্টিবায়োটিকের নাম বলেন যে আমাকে এইটা দাও?

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ঘরে সর্বশেষ এন্টিবায়োটিক আনছেন কার জন্যে?

উত্তরদাতাঃ সবার পরে তো্ এর জন্যে এনেছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন কত টাকা লাগছিল?

উত্তরদাতাঃ বেশি টাকা ছিল না, নব্বই টাকা লাগছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ কয়টার দাম?

উত্তরদাতাঃ নব্বই টাকার ওষুধ, দুইটা এন্টিবায়োটিক আনছিলাম আরও ওষুধ ছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ এই ওষুধ গুলো কি সব টায় সে খেয়েছে?

উত্তরদাতাঃ একটা ছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ এইগুলো খেয়ে তার কাছে কি মনে হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ কমে আবার শরীর ঘামে আবার কমে ভাল হয়ে যায় গা, শরীর দুর্বল লাগে, মাথা ঘুরানর জন্যে দাঁড়াইতে পারে না। পরে জন্ডিসের ওষুধ খাওয়াইলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন এন্টিবায়োটিক পুরাটা খাওয়ান নাই?

উত্তরদাতাঃ জন্ডিস হইয়েছে এন্টিবায়োটিক খাওয়াইলে কাম হইব না।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন কিছু ওষুধ রয়ে যায়?

উত্তরদাতাঃ আমার ছেলের জন্যে এনেছি তাকে খাওয়ানোর পরে জন্ডিস আরও বেড়ে গেছে তাই না খাওয়াইয়া কবিরাজি চিকিৎসা করাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিকের মেয়াদ উরত্তিনের তারিখ বলতে আপনি কি জানেন?

উত্তরদাতাঃ বুঝি না তো।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন কিছু যদি কিনেন ওইটার গায়ে তারিখ লিখা থাকে না যেমন সাবান, শ্যাম্পু এই সবের গায়ে তারিক লিখা থাকে এই রকম এন্টিবায়োটিকের মেয়াদ বলতে আপনি কি বুঝেন?

উত্তরদাতাঃ ডেট লিখা থাকে, ডাক্তার রা বলে এইটা এক বছর খাওয়ানো যাবে। কিচ্ছু হবে না আবার যদি খুইলা গেলে ডিব্বার ওষুধ, বোতলের ওষুধ খুইলা গেলে রেখে দিলে তো এইটার আর কাম হইব না। এইটা আবার রিএকশন করতে পারে।

.....৪০.০২মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কি কখনও মানুষের ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরদাতাঃ না, ক্ষতি করব কি জন্যে, ডাক্তার দেয়ই সাত দিনের জন্যে, সাত দিন খাইয়া যদি না কমে পরে ডাক্তারের কাছে আবার যাইতেই হইবে, পরে ডাক্তার রক্ত, প্রসাব পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেখে ওষুধ দিব।

প্রশ্নকর্তাঃ এখানে কি আপনারদের গরু ছাগল, হাঁস মুরগী কিছু আছে?

উত্তরদাতাঃ না, কিছুই নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্ট কথাটা আপনি কখনও শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিমাইক্রবিয়াল রেসিস্টেন্ট কথা টা শুনছেন কখনও?

উত্তরদাতাঃ শুনছি আমি, ডাক্তারের দোকানে।

প্রশ্নকর্তাঃ কি শুনছিলেন?

উত্তরদাতাঃ আমাকে বলে নাই, কিন্তু মানুষে ওষুধ নেয় না ওই সময় শুনছি। অনেক দিন হয়ে যায়, ওষুধ খায় কমে না, পরে এইটা ওইটা কয়, পালটাইয়া নেয়। পরে খাওয়াইলে কমে।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিকের যে একটা কোর্স থাকে সেইটা জানেন?

উত্তরদাতাঃ হুম, একটা কোর্স সাত দিন থাকে, তিন দিন থাকে,

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে কোর্সগুলো আমরা যদি শেষ না করি তাহলে এইটা কি আমাদের জন্যে কোন অসুবিধা হবে?

উত্তরদাতাঃ পুরাটা শেষ করলে তো ভাল, ভিতরে কোন কিছু আর থাকে না, পুরাটা খাওয়া ভাল হয়ে যায়গা, আর যদি না খায় তাহলে আবার ভিতরে অসুখ থেকে যেতে পারে। পরে আবার যাইয়া ওষুধ আনতে হবে। ডাক্তারের কাছে গেলে বলে পুরা টা খাওয়ান নাই, এই কারণে আবার হইয়েছে, ডাক্তার এইটা বলে, পুরা খাওয়ান নাই, দুই দিন খাওয়াইয়া বাদ দিয়েছেন।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে পুরা টা খাওয়াই নাই এইটা কি আমাদের জন্যে কোন ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরদাতাঃ হুম, ক্ষতি তো করতে পারে,

প্রশ্নকর্তাঃ কি রকম?

উত্তরদাতাঃ ভিতরে থাইকা যায়, তার থেকে বড় ধরণের অসুখ হইতে পারে। নিয়ম কিন্তু ওষুধটা পুরা খাওয়ানো।

প্রশ্নকর্তাঃ এইযে ডাক্তারের কাছে যান টাকা পয়সা কেমন খরচ হয়?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছে গেলেই তো টাকা, ভিজিট না লাগলে কি হয়েছে ডাক্তারের ওষুধের দাম তো মেলা, সাধারণ জ্বরের জন্যে গেলে একশ টাকার নিছে ওষুধ আনা যায় না। বাবুর জন্যে একশ আশি টাকা লাগে, ঠান্ডা কাশ।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধের দাম কেমন? আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ দাম তো ওষুধের আছেই। আগে যেমন এক টাকা দিয়ে একটা ট্যাবলেট পাওয়া যেত এখন ওইটা দুই তিন টাকা লাগে। ওষুধের দাম এখন বেড়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কাছে কি মনে হয় ওষুধের দাম আমাদের নাগালের মধ্যে আছে?

উত্তরদাতাঃ দাম আছে, কষ্ট হয়, হাতে টাকা থাকলে মেয়েকে নিয়ে যাইতে পারতাম এখন টাকা নাই তাই তাকে ডাক্তারের কাছেও নিতে পারছি না।ডাক্তারের কাছে গেলেই আমার একটা হাজার টাকা দরকার। এখন তো টাকা নাই, ঘরের বাজার সদাই লাগে না। এখন কষ্ট ই হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন আমি আপনার কাছে একটা সর্বশেষ কথা শুনব, আপনি বলেছে এন্টিমাইক্রবিয়াল কথা টা আপনি ডাক্তারের দোকানে শুনেছেন, আপনি বলেছেন এইযে কোর্সটা যদি আমরা শেষ না করি তাহলে আরও বড় ধরণের হবে, তাহলে এইটা কি আমাদের কাছে একটা চিন্ড়র বিষয়? আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ এইটা তো চিন্ড়র বিষয়, ওষুধ টা খাওয়াইলাম না এইটা আস্তে আস্তে অন্য রোগ হয়ে গেল। তাহলে নিয়ম কিন্তু ওষুধটা পুরা খাওয়ানো। এর জন্যে আমরা পুরা ওষুধ খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আমরা কি করব?

উত্তরদাতাঃ পুরা টা খাওয়াইতে হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম, আপনার কাছে কি মনে হয় আপনার যে পরিমান ওষুধ দরকার তারচেয়ে বেশি ওষুধ দিয়া দেয়?

উত্তরদাতাঃ না না এই রকম কিছু না। সে দিলে সাত দিনের, তিন দিনের ওষুধই দিবে। এর বেশি আর দেয় না, তা জিজ্ঞাসা করে টাকা পয়সা আছে না হলে কম কইরা নেন কাল আবার নিয়া যাইয়েন। জানে যে টাকা পয়সা অনেক সময় থাকে না, কেউ বেতন দেরি করে পায়,

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এইগুলো সে মাথায় রেখে আপনাদেরকে ওষুধ দেয়?

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে ওষুধগুলো আনেন এইগুলো নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট?

উত্তরদাতাঃ হুম, সন্তুষ্ট আছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, ঠিক আছে, আপনার যদি কোন ধরণের জিজ্ঞাসা থাকে, আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, আপনার সাথে অনেক কথা হল এই কথা গুলো আমাদের গবেষণা কে সমদ্ধ করবে। ধন্যবাদ।

.....।।শেষ.....।।